অবকাশ লহরী।

শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক প্রণীত

CALCUTTA:
Hindu Dharma Press.
1901.

সূচী



মঙ্গলাচরণ

জয় শঙ্খ-গদাধর, নীল-কলেবর,
পীত-পটাম্বর দেহি পদং।
জয় পঙ্কজ-লোচন, বর্হসুশোভন,
পাপ-বিমোচন দেহি পদং ॥ ১ ॥

জয় চন্দনচর্চ্চিত, কুণ্ডলমণ্ডিত,
কৌস্তুভলাঞ্ছিত দেহি পদং।
জয় বেণুনিনাদক, রাসবিহারক,
বঙ্কিম সুন্দর দেহি পদং ॥ ২ ॥

জয় ধীর ধুরন্ধর, অদ্ভুতসুন্দর,
দেবগণস্তুত দেহি পদং।
জয় বিশ্ববিমোহন, ভীতিবিমোচন,
অচ্যুত নিষ্ক্রিয় দেহি পদং॥ ৩॥

জয় দুর্জ্জয়-শাসন, কেলি-পরায়ণ,
দৈত্য-নিসূদন দেহি পদং।
জয় ভক্ত-জনাশ্রয়, দীনদয়াময়,
চিন্ময় অব্যয় দেহি পদং॥ ৪॥

জয় সত্য সনাতন, মঙ্গলকারণ,
দেবসুদুর্ল্লভ দেহি পদং।
জয় পামরপাবন, ধর্ম্মপরায়ণ,
পূজ্য নিরাময় দেহি পদং॥ ৫॥

জয় বেদ-বিমোচন, মানস-মোহন,
সংসৃতি-তারণ দেহি পদং।
জয় নিত্য নিরঞ্জন, দুর্গতি-ভঞ্জন,
সজ্জন-রঞ্জন দেহি পদং॥ ৬॥



নারী।



যে বলেরে ভালবাসা স্বরগের ধন,—
হেরুক্ সে ধরামাঝে রমণী-জীবন!
মৃদু কৃশ কায়,
কিন্তু গরিমায়—
মরি কিবা উজলিছে এ তিন ভুবনে।
প্রফুল্ল কমল সম রূপে ঢল ঢল—
জীবন্ত প্রতিমা যেন জ্বলন্ত অনল!
স্বভাবের শোভাতরু,
ছাইয়া জগৎ-মরু,
বিরাম দিতেছে সদা শ্রান্ত পান্থ জনে॥ ১

সূর্য্য সম তেজীয়ান্ মেঘাবৃত প্রায়—
হীনপ্রভ মৃদু হয় নারীর ছায়ায় !
সিংহসম বীর,
সততই ধীর,
বিরাজে যখন তারা কামিনী-সকাশে।
সুমধুর ধ্বনি তার পূর্ণ কোমলতা,—
বরষে সরল প্রাণে প্রেমের বারতা !
স্বভাবের বীণাযন্ত্রী,
খুলিতে হৃদয়তন্ত্রী,
হয়েছে সৃজিত যেন এই এক আশে ॥ ২

কোমল কুসুম মরি শোভে কাঁটা-গাছে—
তেমতি তোমারে হেরি পুরুষের কাছে !
সুন্দর বিচার,
বলিব কি আর,
ভ্রমময় বলি বিধি যেন বোধ হয় !
স্বভাব-সুন্দরী তুমি প্রকৃতির বালা—
কিবা তব অলঙ্কার কুসুমের মালা !
সংসার কানন মাঝে,
সাজিয়া আছ কি সাজে,
সুনীল গগনে যেন সুধাংশু উদয় ॥ ৩ ॥

জগতের প্রাণ-দাতা কে রে সে রমণী—
দয়াতে গঠিত বলি সহে কি এমনি ?
অপরের তরে,
যা পারে তা করে,
করে না মমতা তিল জীবনের তরে।
মরি কি সুন্দর দৃশ্য রমণীর কোল—
সুকুমার শিশু যাতে সতত বিলোল !
মাতৃ-মুখ হাত ধ'রে,
তাঁর সনে খেলা করে,
ভাসায় তাঁহারে আহা সুখের সাগরে ॥ ৪ ॥

উঠিলে মাতার কোলে শঙ্কিত হৃদয়ে—
দূরে চলে যায় ভয় কি যেন কি ভয়ে !
অসীম বলেতে,
ঘোর সমরেতে,
জিনিয়া লয়েছে যেন বিজয়-নিশান।
কি সুধা সিঞ্চ গো মাত ! কি ভাবে খেলাও-
অধীর শিশুর প্রাণে শান্তি সুখ দাও !
আবার চঞ্চল হ'লে,
কেমন রাগের ছলে,
সন্তানে শাসন কর স্নেহের নিধান ॥ ৫ ॥

সংসারে জীবন্ত-মায়া রমণী-রতন!
ভালবাসা যার হয় প্রকৃতির ধন!
জননী, ভগিনী,
কন্যা, প্রণয়িনী,
সম্পর্ক সূত্রেতে নানা জড়াও মায়ায়।
বীণা আদি মুগ্ধ করে ক্ষণেকের তরে,
কোকিল কাকলী মরি তোমার কি করে!
কোকিলের বাণী ভাল,
তবু তার অঙ্গ কাল,
বিরহ-বিষেতে ভরা—নীলকণ্ঠ প্রায়॥ ৬॥

সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী নারী ধরণী মাঝারে,
বিরাজে রতন-রাজি যেন একাধারে!
মহান্ হৃদয়,
সতত সভয়,
মনোভাব থাকে না কো গভীর গহ্বরে।
কি শোভা ধরে গো নারী লজ্জা-পরশনে—
নলিনী যেমন শোভে বায়ু-সঞ্চরণে!
হেলিয়া দুলিয়া ধীরে,
আকুল সরসী নীরে,
ঢালিছে সুধার রেণু অধীর অন্তরে॥ ৭॥

বরষিতে সুধা সদা রমণী-জীবন,
নানা বেশে তোষে তাই জগতের মন!
প্রকৃত রমণী,
অমূল্য সে মণি,
জগৎ পবিত্র হয় যাহার কিরণে।
সাবিত্রী, দময়ন্তী, ঐ খনা, লীলাবতী,
আত্রেয়ী, জানকী, জনা, ভারতসন্ততি!
একদিন ছিল যারা,
সুনীল অম্বরে তারা,
সুদিন এখনো হয় তাঁদের স্মরণে॥ ৮ ॥

নারী বলি গণি তারে পরমা যে সতী—
পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মে সতত যে ব্রতী!
ক্ষুব্ধ নয় দুখে,
মুগ্ধ নয় সুখে,
পর অপকার যার হৃদয়েতে বাজে।
যখন তাহারে হেরি যে ভাবে যথায়—
মরি কি আনন্দরাশি হৃদয় মাতায়!
পরের সুখেতে সুখী,
পরের দুখেতে দুখী,
করুণা-মন্দির যার হৃদয়ে বিরাজে॥ ৯ ॥

যা কিছু সংসারে দেখ, সব লয় পায়—
কামিনী-কুসুম কালে মাটিতে মিশায়!
সতীত্ব-সৌরভ,
নারীর গৌরব,
দিন দিন বাড়ে বই, কমে না কখন।
ধন্য রে সতীত্ব-রত্ন! ধরণী মাঝারে—
যারে কাল অণুমাত্র ছুঁইতে না পারে!
ধূপ যবে জ্বলে যায়,
গন্ধ তার বাহিরায়,
নারীর গৌরব ভবে হয়রে তেমন॥ ১০।

কোন্ কালে জন্মেছিলা সাধ্বী রমণীরা,-
যাঁদের পবিত্র নামে এখনো নারীরা,—
বল পায় মনে,
পেয়ে হারাধনে,
সাধিতে উদ্দেশ্য সাধু সতত তৎপর।
নামের মাহাত্ম্য যার এতই মহান্,
উচ্চ সে রতন কত ভাব না ধীমান্!
নারীর সাধন-ধন,
নহে কি রে সেই ধন,
যাহার পরশে মর হয়রে অমর? ১১॥

পতি বই যারা কভু জানে না জগতে,—
চরণ পূজিতে তাঁর রত নানা মতে;
প্রফুল্ল অন্তরে,
চিতানল ক'রে,
পতির বিহনে যারা তনু দিত ঢেলে।
অথবা সে শূন্য স্থান নিবেদি ঈশ্বরে,—
মনঃ প্রাণ সমর্পিয়া সদা তাঁরে স্মরে!
সুধাপানে হয়ে আলা,
ঘুচাত মনের জ্বালা,
মণিহারা ফণী যথা হৃষ্ট মণি পেলে॥ ১২॥

কলুষিত করোনাকো সেই নারী নাম,—
ভারত যাহার তরে গৌরবের ধাম!
থাকে যেন জ্ঞান,
বিভু-গুণ-গান,
নারীর জীবন-ধ্যান বিধি বাম হলে।
ন্যস্ত যেই ভালবাসা স্বামীর চরণে,
এবে তাহা ন্যস্ত কর বিভুর স্মরণে!
পরম আনন্দ পাবে,
জীবন কাটিয়া যাবে,
বাম বিধি ফিরে চাবে সিক্ত অশ্রুজলে॥ ১৩॥



কি মধুর স্বর।



সরলনয়নে চাহি মুখপানে,
তুষিয়া নয়ন সহাস্যবয়ানে,
হেলি দুলি চলি এখানে ওখানে,
নবীর পুতলি ডাকিছে মায়।

আহা কি মধুর আধ আধ স্বর,
কথার উত্তর কত মনোহর,
শুনিলেই যেন শ্রবণ-বিবর,
মরি কি সুধায় ভরিয়া যায়।

পাখীর কূজন, পাতার মর্ম্মর,
বীণার ঝঙ্কার, বেণুর সুস্বর,
কিম্বা ঝিল্লীরব, সুস্বন নির্ঝর,
ইহার তুলনে পরুষ প্রায়

বল বাছা 'মা' 'মা' আধ আধ কথা,
যাহা শুনে যায় হৃদয়ের ব্যথা,
গাও বার বার ও অমিয় গাথা,
কথাই কেবল রহিয়া যায়।

মা বলিয়া ডাকি নাশ দুখরাশি,
ও মৃদু মধুর কচি মুখে হাসি,
দেখিবারে সদা মন অভিলাষী,
পূরাও বাসনা বাছনি মোর।

ঢাল সুধাধারা নধর অধরে,
জননী-অন্তর পুলকিত ক'রে,
ভাস মাতা সহ আনন্দ-সাগরে,
জগতে দেখায়ে স্নেহের ডোর।



প্রাতঃকাল।



জানিয়া নিশার শেষ, করিয়া প্রফুল্ল বেশ,
ফুটিয়া কুসুম কুল সৌরভ ছড়ায় রে।
বায়ু যেন সেই ক্ষণে, প্রফুল্লিত হয়ে মনে,
ডেকে আনে মধুকরে প্রিয়ার সমীপে রে॥
প্রেমে মত্ত অলিকুল, গুঞ্জরি ফোটায় ফুল,
কোমল কুসুম'পরে উড়িয়া উড়িয়া রে।
সুশীতল স্নিগ্ধ বায়ু, শীতল করিতে তায়,
ধীরে ধীরে অই বয় ব্যজন করিয়া রে॥
অই দেখ প্রীতিভরে, পাখীরা ললিত স্বরে,
গায় কি মিলন গাথা নাচিয়া নাচিয়া রে।

অই যে মধুর স্বরে, ধেনু সব রব করে,
যেন তারা উলু দেয় আনন্দে মাতিয়ারে ॥
নিশির শিশির জলে, নবশ্যাম দূর্ব্বাদলে,
কি সাজে সেজেছে মাঠ ঐ দেখা যায় রে।
তরুণ অরুণ আভা, করে কি সুন্দর শোভা,
সুনীল বিমলাকাশে কে পারে বলিতে রে ॥
নিরানন্দ নিশাবেশে, চলে গেছে দূরদেশে,
আনন্দ উৎসবে এবে সকলে বেড়ায় রে।
অই যে রক্তিম রবি, প্রীতির জীবন্ত ছবি!
সুরঞ্জিত করে সবে আনন্দে ভাসায় রে ॥





কুসুম।

কে তুমি কাননে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
অভিমান-ভরে মাধুরী ছড়ায়ে?
আহা কি কোমল বদনের ছাঁদ!
হেরিলেই পরে ঘটে পরমাদ,—
শরতের শশী ভূতল'পরে!

ফেলিছ সলাজে যেন অশ্রুজল,—
দেখ দেখ আহা কিবা মুক্তাফল!
পশেছে অন্তরে যে কীট এখন,
দেখে অনুমান হয় বিলক্ষণ,
কি যাতনা সহ হতাশ ভরে!!

তথাপি মরি কি স্বভাব সুন্দর,
তব দুখে কেউ হয় গো কাতর,—
এই ভয়ে তুমি ছড়াও সৌরভ,
মোহিত করিয়া বাড়াও গৌরব,
দেখাও জগতে কোমল প্রাণ।

কপট সমীর প্রীতি লভিবারে,
বয় গন্ধ নিয়ে এধারে ওধারে,
ঘুরে ফিরে আসি পড়ে পদতলে,
পেয়ে তায় ব্যথা কুসুম ভূতলে,
ত্যজে গো জীবন হইয়া ম্লান !!





সীতার বিলাপ।

১

কোথা চলে যাবে দেবর লক্ষ্মণ
ফেলিয়া আমায় একা এ বনে!
শুন, ফিরে চাও, এখন এমন
কিসের লাগিয়া—কি আছে মনে?

২

ক্ষণেকের তরে না ভাবিত যেই
পালিত আদেশ প্রহর পল;—
সময়ের ফেরে আজি কি না সেই
ছেড়ে গেল হেথা করিয়া ছল!

হা পোড়া কপাল! চিরদিন পুড়ে
এখনো নিঃশেষ হলেনি কেন?
বিষম যাতনা আজীবন জুড়ে—
দেখাতে জগতে জনম যেন!

৪

কেনরে তখন অনল মাঝারে
পুড়িয়া মনুনা! ক্ষতি কি তায়!
সকলি সয়েছি পাব বলে তাঁরে—
পেয়ে পতি শেষে হারানু হায়!

৫

কবে কোথা নারী পরীক্ষার তরে
জ্বলন্ত অনলে দেয়রে তনু!
প্রাণ-পতি-পাশে নারীর অন্তরে
বলে না কি লজ্জা "নহে বা মনু"

৬

সঁপে প্রাণ যাঁরে অবিশ্বাসী হনু,
কেমনে তাঁহারে দেখানু মুখ!
সঁপে যাঁর করে মন প্রাণ তনু
হারানু সকলি পেলাম দুখ!

৭

প্রকৃত রমণী, লজ্জাবতী লতা
আমি কিন্তু হায়! সেরূপ কই!
থাকিত যদিরে সে লজ্জাশীলতা
মরিতাম——কভু পরীক্ষা দিই!

৮

দোষ অন্য কার, দোষ আপনার—
বুঝিবার দোষে এ কষ্ট সই!
নতুবা এ দেহ হতো মাটী সার
পতি-পদ তলে——সে সুখ কই?

৯

কলঙ্কের হার পুড়ে যাবে বলি
অনল মাঝারে ঢুকিনু হায়!
শেষে কি না সেই কলঙ্ক-বিজলী
পতি গলে পুনঃ প্রকাশ পায়!!

১০

পতির কলঙ্ক নারীর পরাণে
করে কি আঘাত জানিতে যদি—
তা হলে কি নাথ, এ হৃদি পাষাণে
জানিয়া বহাতে গরল নদী!

১১

শতধা করিয়া বহে চলে যায়,
লয় কণামাত্র নয়ন জলে!
স্নেহের অমিয়া বিষময় হয়—
বিধি বাম হলে যথার্থ বলে!

১২

কে আছে আমার—কার কাছে কাঁদি-
জানাই কাহারে দুঃখের কথা!
হলে বিধি বাদী, পরিজন আদি
পারে না বুঝিতে ব্যথীর ব্যথা!

১৩

যা কিছু যেখানে দেখিরে এখন
নূতন বলিয়া হয় যে জ্ঞান!
পতি থেকে নারী, অনাথা যখন—
নূতন সকলি হবে না জ্ঞান!

১৪

পতিরত মন, সতত চঞ্চল—
পতিরত প্রাণ, সতত কাঁদে!
পতি-পদতল সেবি, এই ফল
সতই পাগল করেলো চাঁদে!

১৫

শীতল যে শশী পূর্ণ বিষময়—
ভাগ্যদোষে হয় নিশ্চয় জে'ন!
শত শত নারী পতি পাশে রয়—
পাগল তারাও হয় না কেন?

১৬

কোকিলের বাণী বিরহীর প্রাণে
সতত কণ্টক ছড়ায়ে থাকে!
অবলার তরে ঈশ্বরের প্রাণে
দয়া কি কভু জাগিয়া থাকে?

১৭

প্রাণের মতন, প্রাণনাথ তরে—
কত শত নারী ঘুরিয়া মরে!
আমি অভাগিনী তাঁরে পতি বরে
এ হৃদি কাতর যাতনা জ্বরে!

১৮

আমারে যখন দারুণ যাতনা,
ভুগিতে হয় লো শ্রীপতি পেয়ে!
নারীর জীবন নিশ্চয়ই যাতনা—
মরাই ভাল রে বাঁচার চেয়ে!

১৯

এ ছার জীবনে নাহি প্রয়োজন,—
শমন-সদনে যাক্‌রে চলে!
পতি-প্রিয়ধনে বঞ্চিত জীবন
থাকিলে বা গেলে সমানই ফলে!

২০

নিষ্ঠুর হৃদয়! এখনও কি বলে—
রয়েছিস্‌ স্থির না ফেটে গিয়ে!
যতনের ফল, যাতনাই ফলে—
জেনেছি এখন সকলি দিয়ে!

২১

বলিলে না কেন সরল-অন্তরে
'রাজ্য-রক্ষা হেতু যা অন্যন্তরে'!
পতির আদেশ প্রফুল্ল অন্তরে
পালিতে কখন সতী কি ডরে?

২২

কিন্তু তুমি নাথ, কি বলিব হায়!
ত্যজিলে আমায় এমন করে!
তোমার তখন নাহিক নিশ্চয়
তিলেক বিশ্বাস আমার'পরে!!

২৩

যেমতি প্রবল ঝটিকার বলে
তরুভ্রষ্ট লতা পতিত হয়,—
তেমতি সরলা পড়িল ভূতলে
দুঃখভার যেন করিতে লয়!

২৪

মুছি অশ্রু যেন ধরামাতা কয়,
"কেন লো কাতরা বাছনী মোর!
শোক দুঃখ সুখ হয়, যায়, হয়,
তাতেও কাতর হৃদয় তোর।"

২৫

ইহাতে কাতর হয়ো না দুহিতা
'পাঠালো সত্বর রামের পাশে;
পাঠাও লক্ষ্মণে হয়োনাকো ভীতা
পাঠাও তাঁহার মঙ্গল আশে।

২৬

বিনীত-বচনে বলিবে লক্ষ্মণে
শোন মোর কথা কেবল এই—
"দেখো যেন নাথ স্মরণে স্বপনে
নাহি দুঃখ পান মিনতি এই।

২৭

বলো গো তাঁহায়, বলো গো তাঁহায়
না হতে কাতর আমার তরে।
করমের ফল ভুগে গো সবাই—
বুঝাতে হবে না তাঁহায় ওরে।”

২৮

শুনি মাতৃকথা শান্তমতি সীতা
উঠিল মাতার উৎসঙ্গ হতে ;
তেমতি কহিলা যেমতি শিক্ষিতা
লক্ষ্মণ-সমীপে বিদায় লতে !





আত্ম-প্রবোধ।

জানিনা জানিনা প্রাণ কারে আজ খোঁজে রে!
কাহার তরেতে আজ অশ্রুবারি ঝরে রে!
এধারা থামিলে পরে হৃদয় বিদরে রে!
কে বলে নয়ন ধারা বিষ ধারা নয় রে?
বিষ উগারিতে ফণী অধীর যেমন রে,—
আমি আজ কার তরে হতেছি কাতর রে!
এই ছিল, এই নাই, এই চিন্তা হয় রে,—
এই দিবা, এই রাত্রি, পলকে পলকে রে!
কি ছিল, কি নাই, এবে এ মরু প্রান্তরে রে
সুখ-লাভ-আশা এবে কেন নাই প্রাণে রে?

ঔদাস্য তাপিত বায়ু বহিছে এখন রে!
কার কাছে গেলে পরে শান্তি-সুধা পাব রে!
প্রাণ যায় শান্তিলাভ, তবুত হইবে রে,—
এস মৃত্যু শান্তিদাতা কোলে মোরে নাও রে!
জুড়াই মনের জ্বালা পারি না সহিতে রে!
সদা মন হু হু করে কি ছিল কি নাই রে।
স্মরিলে তাঁহায় যেন আত্মহারা হই রে!
তাই কি কি করে মরি পাগলের মত রে!
জন্মদাতা পিতৃদেব কায়াত্যাগ ক'রে রে!
গেছেন স্বরগপুরে বৈজয়ন্ত ধামে রে!
হারায়ে তাঁহারে মন; মরিতে বাসনা রে!
হারালে কেমনে তাঁরে ভাব না ভাবনা রে!
দেহান্ত হয়েছে তাঁর সত্যকথা বটে রে!
কিন্তু আত্মা নিত্য সত্য সর্ব্বদা বিরাজে রে!
খাঁচা ছেড়ে পাখী এবে চারিদিকে ধায় রে!
স্বাধীনতা-স্বরগেতে সতত বেড়ায় রে!
ওরে মন! তাঁরে যবে ভক্তিভাবে ডাক রে!
দেখনাকি তবে তাঁরে হৃদয়ে চিত্রিত রে!
শুন না কি তাঁর সেই অমিয় বচন রে!
হারানু হারানু বলি কেন তবে কাঁদরে!

সূক্ষ্ম ছেড়ে স্থূলে মন কেন এ বাসনা রে!
সূক্ষ্ম পেয়ে স্থূল তরে কেন খেদ কর রে!
নশ্বর শরীর তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে রে!
নিত্য সত্য আত্মরূপ ধরিয়া এখন রে,—
অপূর্ব্ব মর্য্যাদা তাঁর জানান্ আমায় রে!
দন্তের মর্য্যাদা যথা দন্তহীনে জানে রে।





গঙ্গালহরী।



ধেই ধেই করে, বাতাসের ভরে,
কেরে অই নেচে চলিয়া যায় ?
করে না বিচার, কোনই প্রকার,
যারে তারে সাথে লইয়া ধায়॥
ওই দলে দলে, কত কি যে চলে,
নাচিতে নাচিতে ইহার সাথে।
পরাতে ইহায়, বায়ু যেন হায়,
মালা মনোহর নিয়ত গাঁথে॥
বৃক্ষ লতা শর, তৃণ বা প্রস্তর,
দূরে টেনে ফেলে চলিয়া যায়।

যেন প্রাণ ভরে, কতখেলা করে,
ভাব বোঝা যার নাহিক যায়॥
অই কলস্বন, সুন্দর কেমন,
হাসি কান্না লেশ নাহিক তাতে।
শোক তাপ হরি, এ শান্তি-লহরী,
করে শান্তিদান দিনে কি রাতে।
সুন্দর তালেতে, কি যেন স্বরেতে,
কি গান গাহিছে হৃদয়-ভরে।
আমরি কি গীতি! দেয় সদা প্রীতি,
যখন শ্রবণে প্রবেশ করে॥
ভাবি এতক্ষণ, বুঝেছি এখন,
এ স্বর কাহার কিসের তরে।
জাহ্নবী জননী, করেগো অমনি,
পাঠাতে সন্তানে ঘুমের ঘরে॥
তরঙ্গ-নিচয়, তব পদদ্বয়,
উঠিছে পড়িছে ডাকিতে ঘুমে।
নিদ্রাগত প্রাণ, ভারত-সন্তান,
মাতার উৎসঙ্গে মোহিত ঘুমে॥
নমি আমি তব পদে
ভারত-জননি অয়ি! সুরধুনি গঙ্গে!

ভারত-সন্তান যারা, সুখে হয়ে আত্মহারা,
বিমল শান্তির জলে ভাসি অবিরত
সকলে সমান ভাবে শান্তি-ভোগে রত।
নমি আমি তব পদে
ভূলোক-তারিণি মাতঃ! ভাগীরথি গঙ্গে!





দুর্গোৎসব।

কেন আজি বঙ্গে এত উৎসবের রোল,
বাজে কাঁসি ঢাক ঢোল,
পথে ঘাটে বড় গোল,
সকলের মুখে আজি হাসির কল্লোল।

যুবা বৃদ্ধ শিশু আদি ধনপতি দীন,
আতুর অভাগা যারা,
সুখে তারা আত্মহারা,
বিপুল বঙ্গের মাঝে ধন্য পুণ্য দিন!

পথ ঘাট ঘর বাড়ী পরিপাটী সব,
যেখানে যা বিরাজিত,
শোভিবার তরে নীত,
এমনি যে বোধ হয়, সাবাস উৎসব!

গগন করেছে আলো শরতের শশী;
যেই দেখে প্রীতি পায়,
আপনে বিলাতে চায়,
কেড়ে লয় মন প্রাণ অন্তরেতে পশি॥

দেখ বঙ্গে, দেখ আজি গৌরবের দিন;
দুখী জীর্ণ বাস ত্যজে,
ধনী দান ধ্যানে মজে,
প্রবাসী ঘরেতে ফেরে হয়ে দুখহীন।

বঙ্গ-কুল-বধূদের হাসি ভরা মুখ;
কাঁদিত দুখেতে যারা,
পতি পুত্র পেয়ে তারা,
আনন্দ-সাগরে ভাসে ভুলে সব দুখ।

হাসে যেই ভাবে শিশু জননীর কোলে,
মাতা যবে হামি খায়,
বুকেতে চাপিয়া তায়,
সেই ভাবে ভাসে বঙ্গ আনন্দ-হিল্লোলে।



শ্রীরাধা-বিলাপ।

১

কেন আজ ওলো সখি, সুন্দর এ কুঞ্জ দেখি,
পাই না কোনই সুখ বল কি হয়েছে রে!
সেই ত সকলি দেখি, সেই ত আমিও সখি,
তবে কেন মনঃ প্রাণ কাতর হতেছে রে!

২

ওই দেখ চাঁদ আঁকা, শিখিগণ খুলি পাখা,
ডালে ডালে কুতূহলে তেমতি নাচিছে রে!
সুশীতল সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
করিতেছে তরঙ্গিত হরিত শস্যেরে রে!

৩

শ্যামল শস্যের কোলে, মুঞ্জরী তেমতি দোলে,
ফল ফুলে তরু লতা তেমতি শোভিছে রে!
গোঠে গাভী বৎস সনে, চরিতেছে হৃষ্ট-মনে,
সবে সুখে আত্মহারা এই কুঞ্জ-বনে রে!

৪

এই সেই বৃন্দাবন! এই সেই কুঞ্জবন!
এই দেখি ওই নাথ, পুন দেখি নাই রে!
এ সব স্বপন দেখি, নহে যবে চেয়ে দেখি,
অলীক সকলি সখি, সদাই হারাই রে!

৫

সে দিন গিয়াছে চলে, যে দিন যমুনা-জলে,
লুকাতাম অঙ্গ মোরা সবাই লজ্জায় রে!
অতীতের স্মৃতি যারা, সুখের পবিত্র ধারা,
বলে রে বলুক তারা—আমায় জ্বালায় রে!

৬

ভুলে মাতৃ পিতৃ গতি, ক্রীড়াসক্ত যেই অতি,
যশোদা-নন্দেরে লয়ে আনন্দে কাটাত রে!
তাঁর স্মৃতি কি করিবে? যাতনা কেমনে দিবে?
মা যশোদা নন্দে এবে ছাড়িয়া রয়েছে রে!

৭

আমরা অবলা-জাতি, দুখে মগ্ন দিবা রাতি,
তাই সখি, পোড়া স্মৃতি সদা দুখ দেয় রে!
ওলো ওলো ওলো সখি, বল সত্য বল দেখি,
মোর প্রতি কেন বাম সেই শ্যামরায় রে?

৮

পারি না সহিতে আর, বিরহ-যাতনা-ভার,
আর কি শুনিতে পাব সেই বংশীধ্বনি রে!
উহুঃ উহুঃ উহুঃ সখি, ভেবে দেখ, দেখ দেখি,
কেমন চতুর হয় সেই কাল শশী রে?

৯

কেমন গণক-বেশে, প্রবেশিয়া এই দেশে,
হরেছিল মনঃ প্রাণ চতুর কুহকী রে!
শেষে কি না ক'রে ছল, ছেড়ে গেল এ অঞ্চল,
ছলেছিল একদিন শ্যামাবেশ ধরি রে!

১০

পূতনা নাশিতে বল, লয়েছিল কার বল,
শৈশব কালেতে কালা বধেছিল তায় রে!
তাই আজ মথুরায়, যৌবনে এ অবলায়,
বধিবার ছলে ভোলে, জাগিয়া ঘুমায় রে!

১১

ভীষণ কালীয় সর্পে, দমন করে যে দর্পে,
তার কি করিবে বল বিরহ সর্পেতে রে!
বলীর নিকটে হায়, কে বল বল জানায়,
কেবল দুর্ব্বলে নাশে সুবিধা পাইলে রে!

১২

হে বিরহ হেন রণে, কেবা তব বল গণে,
দুর্ব্বলে যাতনা দিতে পার অনায়াসে রে!
ওরে রে বিরহ-সর্প, তাঁর কাছে করে দর্প,
দুর্জ্জয় সমর কর ছাড়িয়া আমায় রে!

১৩

যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে, সেও কি বিরহে মজে?
কিন্তু সখী এবে দেখি বিপরীত হল রে!
বিরহ স্যমন্ত-মণি, মনে অতিপ্রিয় গণি,
ভালবাসে ব'লে সেটী দিয়ে মোরে গেল রে!

১৪

এই নাও ফিরে কালা, তব ধন দেয় জ্বালা,
ধর তারে কাল অঙ্গে মিনতি ও পদে রে!
নহে নাথ, কৃপা করে, বলে দাও অবলারে,
কি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সহিতে তাহারে রে!

১৫

নাহি চাহি কিছু আর, মন্ত্র তন্ত্র সব ছার,
এতদিন তাঁরে ছেড়ে জীবন কাটাই রে!
ধিক্ ধিক্ এ জীবনে, ত্যজি তারে এইক্ষণে,
যমুনার জলে পশি স্মরিয়া তাঁহায় রে!

১৬

হেনকালে দৈববাণী, "বলে ওগো রাধারাণি,
হয়ো না কাতর এত পাবে তুমি তায় গো!
সে কি কভু যেতে পারে, হৃদয়ে বেঁধেছ যারে,
বিফল প্রয়াস তার জান না কি তাও গো!

১৭

যেমতি বায়ুর ভরে, নূতন পল্লব তরে,
ভেঙ্গে পড়ে শুষ্ক পত্র মাটীর উপরে গো!
তেমতি বিরহ-শরে, প্রণয় পবিত্র করে,
অভিমান-মুগ্ধ-মনে ভাঙ্গিয়া সবলে গো!"



সন্ধ্যা।

হে তপন! কেন তব মলিন বদন?
লুকাইতে চাও এবে কিসের কারণ?
তোমার বিষাদ-রাগে রঞ্জিত গগন,
ধরেছে অতুল শোভা তোমারি কারণ।
তব দুঃখ হরিবার তরেতে এখন,
নানা রঙে মেঘগুলি করিছে ভ্রমণ।
ধরিতেছে নানা বেশ তব প্রীতি তরে,
লুকাও আনন তাতে যেন লজ্জাভরে।
তাদের শেষেতে তুমি, আলিঙ্গন ক'রে,
লতেছ বিদায় যেন কাতর-অন্তরে।
তাহা দেখি সকলের সন্তাপিত মন;—
নিজ-স্থানে সকলেই করিছে গমন।

তুলি ঘোর আর্ত্তনাদ ভেদিয়া গগন,—
কুলায় বিহগগণ করিছে গমন।
সরোবরে কমলিনী তোমার বিরহে,
নয়ন মুদিয়া আহা কি যাতনা সহে!
প্রবোধিতে তায় বয় মৃদু সমীরণ,
বিরহিণী তাই বুঝি লুকায় বদন!
নতুবা তোমায় বড় নিঠুর দেখিয়া,
কাঁদিয়া লুকায় মুখ অধীর হইয়া!
তোমার প্রখর করে যারা ডুবে ছিল,
তোমার পয়াণে তারা ক্রমে দেখা দিল।
কিন্তু দেখ খরকর কমলিনী'পরে—
হানে নাক তীব্র দৃষ্টি প্রণয়ের ভরে!
খুলিল তারকারাজি মুদিত নয়ন!
মহাদুঃখে তারা যেন ছিল এতক্ষণ।
ভূচর খেচর আদি নিশাচর সব—
আমোদে মাতিয়া করে ঘোর ভীম রব!
নিশানাথ ক্রমে ক্রমে হইয়া প্রকাশ,
মিটি মিটি হাসিতেছে প্রকাশি উল্লাস!
কুমুদিনী প্রমোদিনী পতি-অভ্যুদয়ে!
হেলে দুলে ঢলে পড়ে যেন কথা ক'য়ে।

একের অস্তেতে হয় অপরের প্রীতি,-
সত্য বটে ইহা হয়, সংসারের রীতি !
কিন্তু তুমি এ কুরীতি হেরিয়া তপন,
কাতর হইয়া বুঝি লুকাও বদন ?

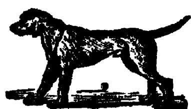




শ্মশান।

কি জ্বলিছে ওই দাউ দাউ করে,
হাড়গোড় সব চারিদিকে পড়ে,
উড়্ উড়্ মন হতেছে কেমন,
পালাবার স্থান পাই না এখন,
পদ আগুয়ান হতে নাহি চায়,
গৃধিনী শকুনি উড়িয়া বেড়ায়,
হুয়া রব ক'রে শিবা ধেয়ে যায়,
হৃদয়েতে ভীতি প্রভুত্ব জানায়,
ভীম-বিভীষিকা হইয়া উদয়,
করে কম্পমান অঙ্গ সমুদয়!
ভীষণ আকৃতি চেয়ে দেখ এই,
পুন দেখ চেয়ে আর কিছু নেই!

থর থর অঙ্গ অন্তগত হিয়া,
আগুয়ান হয়ে চেয়ে দেখ গিয়া,
পুড়িছে আগুনে মানুষ-আকৃতি,—
ভয় হয় দেখে সে ভীম-বিকৃতি !
পুন দেখিবার হয় না আয়াস,
হু হু করে প্রাণ হইয়া উদাস !
থাকে কি সেখানে মানের মহিমা ?
থাকে কি সেখানে মনের গরিমা ?
থাকেনাক তারা সদলে সবলে,
চিতানলে যেন ভস্ম হয় ব'লে !
ধন্য রে মহিমা ! শ্মশান তোমার,—
মানবের অরি করি ভস্ম সার,
দাও উচ্চ শিক্ষা সকল সময়,—
তুমি আমি তিনি কেউ কারো নয় !





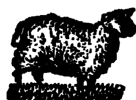
প্রার্থনা।

পরমেশ!

অবোধ সন্তান তব পামর অধম,
কত পাপ করিয়াছি প্রভু সব ক্ষম।
তুমি বিনা অধমের আর নাই গতি;
তপ জপ করি মম নাহি সে শকতি।
মায়াবদ্ধ হয়ে আমি করি দুঃখ-ভোগ;
কেমনে মুকতি পাই কি করি উদ্যোগ?
তব কৃপা বিনা প্রভু বিফল প্রয়াস,—
মায়াপাশ কাটিবার করয়ে যে আশ!

পামর-পাবন নাম ধর তুমি প্রভু,
সে নামে কলঙ্ক হবে সম্ভবে না কভু ;—
এই আশা করি প্রভু আছি গো বাঁচিয়া,
অধমে তার গো নাথ, করুণা করিয়া।
দুস্তর সংসার-পথ অতি ভয়ঙ্কর,—
কাম আদি রিপুচয় সদা পার্শ্বচর—
কুহকে করিয়া বশ সঙ্গে লয়ে ধায়,
এই পথ সেই পথ করিয়া বেড়ায় !
অবশেষে শ্রান্ত দেখে ছেড়ে চলে যায়,
পথ-হারা হয়ে আমি অবসন্ন প্রায়।
যে দিন চলিয়া যায়, ফিরে সে কি চায় ?
দুর্লভ মানব জন্ম মিছে চলে যায় !
সুরস সুপক্ক ফল মহানন্দকারী ;
কিন্তু রোগে শুষ্ক ফল বড় উপকারী।
তা বলি কে বল ভবে খায় শুষ্ক ফল?
ধন্য ! ধন্য ! এ সংসারে মায়ার কি বল !
হেন বল তব কাছে অতি হীনবল।
প্রভুর চরণে তাই ভিক্ষা মাগি বল ;
যাহার প্রভাবে জয় করিব মায়ায়,
সদানন্দে দিন যাবে প্রেমের ছায়ায় !

আকিঞ্চন নাহি রবে কামিনী কাঞ্চনে ;–
মগন থাকিব সদা প্রেম-সুধা-পানে!
আত্ম পর এই জ্ঞান কখন না রবে,
জগত ব্রহ্মাণ্ড সবে দেখি এক ভাবে।





কুহুস্বর।

কেরে ওই বলিতেছে "এ সংসার নয় কু ?"
আবার তখনি যেন প্রাণ খুলে দেয় "হুঁ" !
আবার নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাড়ে ঝাড়ে ডাকিছে,-
কুহুঁ কুহুঃ রব করে কত কি যে বলিছে !
আবার করিছে চুপ ওই দেখ ডাকিয়া,-
"কি ফল হবে রে হেথা বৃথা সদা কাঁদিয়া !
মনে মনে পুড়ে মরা সব চেয়ে ভাল রে,-
বলেরে গোপনে যেন কাতর অন্তর রে !
জগতে মনের কথা ব্যক্ত করা বড় কু,-
মম দুখ প্রশমিতে কে ফেলে নিশ্বাস 'হুঃ !

সকলের গৃহ আছে মোর তাহা নাই রে,
সেই দুখে এক স্থানে থাকিতে না চাই রে!
যেই কালে শীত গ্রীষ্ম কোন জ্বালা নাই রে!
সেই বসন্তের সাথে ভ্রমি অনিবার রে!
থাকিত আমার যদি বসবাস-স্থান রে!
কে তবে এমন করে ঘুরিয়া বেড়ায় রে!
প্রাণের অধিক যারে সবে ভালবাসে রে!
রাখিতাম তারে কভু পরের আবাসে রে!
ফেলিতাম কভু তার অন্তরের ধনে রে!
যে মোর সন্তানে সদা রাখিবে হৃদয়ে রে!
এরূপ নিষ্ঠুর হয়ে, সুস্থির অন্তরে রে,
কে পারে ভ্রমিতে ভবে বল সত্য করে রে?
সন্তান-লালনে আমি বঞ্চিত যখন রে!
বাঁচা চেয়ে মরা মোর মঙ্গল তখন রে!
তুমি ছাড়া এ সংসারে সকলেই বড় কু ;—
তুমিই কেবল তাই দিয়েছ হেথায় হুঁ!
সহৃদয় না হইলে বলিতে তুমিই রে!
"জেনে শুনে যবে তুমি হেন কাজ কর রে!
বড়ই নিষ্ঠুর তুমি নাহিক সংশয় রে!
দয়াবান্ হেন স্থলে স্বার্থে বলি দেয় রে!

ওরে খল, ছাড় ছল করো না ক্রন্দন রে!
স্বার্থপর হয়ে তুই ডুবিস্ ধাতায় রে!
বাহির যেমন কাল অন্তর তেমনি রে!
করিয়া দুষ্কর্ম্ম পাপী দূষে থাকে বিধি রে!”
বৃক্ষ অন্তরালে আমি থাকি এই ভয়ে রে!
নগরে দেখাতে মুখ ডরি এই তরে রে!
বিজন কানন মাঝে মনে মনে কাঁদি রে!
হৃদয়ের কথা তথা প্রাণ ভরে বলি রে!
দয়াল মলয় বায়ু শান্তিদান করে রে!
কাঁদিয়া আমার মনে স্বন স্বন স্বরে রে!
শুনে তার স্নেহবাণী সেই দিন হতে রে!
বিলায়েছি মন প্রাণ তাহার করেতে রে!
তারই পাশে মনোদুখ কেবল জানাই রে!
অপরের কাছে আমি নীরবে কাটাই রে!
যদিও জেনেছি আমি তুমি ভালবাস রে!
কেমনে তাহার কাছে অবিশ্বাসী হই রে!
তার কাছ ছেড়ে আমি কভু না থাকিব রে!
তার-প্রেম ডোর কেটে হ’বনা তোমার রে!
মলয় সমীর মোর প্রাণ সখা হয় রে!
তোমেরে তাপিত প্রাণ করে না বিরাম রে!

অই দেখ শুষ্কতরু ইহার পরশে রে!
মুকুলিত হয়ে পুনঃ কি শোভা ধরেছে রে!
অই দেখ জগতের জীব জন্তু যত রে!
ইহার পরশে যেন পুনঃ প্রাণ পায় রে!
পর-উপকার ভবে জীবনের ব্রত রে!
দিতে এই শিক্ষা যেন বিধাতার চর রে!
পারি না করিতে কারো কিছু উপকার রে!
বলিয়া জগতে আমি কাঁদিয়া বেড়াই রে!
জগৎ মাঝারে ওরে কোকিল বড়ই কু!
পর দুঃখ এর প্রাণে কিছুই করে না 'হুঃ?
পাষাণে গঠিত প্রাণ নিশ্চয়ই তাহার রে!
পর দুঃখ দেখে যেই ব্যথিত না হয় রে!
এই তরে কুহুরব দিয়াছে ঈশ্বর রে!
বুঝিলে ব্যাকুল নর জানিলে আমায় রে!
অবস্থার বশে হায় হেয় পূজ্য হয় রে!
বিদ্বান্ গোমূর্খ হয়—কাহার কি দোষ রে!





মহারাণী ভিক্টোরিয়া

১

কেন আজ শুনি অমঙ্গল ধ্বনি,
ভারত বেষ্টিয়া "নাই মহারাণী',
মন নাহি লয় হেন কথা মানি,
তবুও শুনি 'নাই মহারাণী'!

ভারতে শুধুই নহে হাহাকার,
পৃথিবী ব্যাপিয়া শোক পারাবার,
কাতর পরাণ করেছে সবার,
কি কাঙাল ধনী রাজা কি রাণী !

৩

ধন্য মহারাণী ! ধন্য সুকৌশল !
হেন যে ভূভাগ ক'রে করতল,
শাসিতে ইঙ্গিতে রাজত্ব কেবল,
বসিয়া পয়োধি অকূল পারে !

৪

লক্ষ লক্ষ লোক যাঁর পদতলে,
গায়িত অতুল মহিমা সকলে,
হিন্দু বুদ্ধ আদি খৃষ্টান মোগলে,
'মাত মহারাণী' সম্ভাবি যাঁরে !

৫

আজিও আমরা নই মা নীরব,
প্রাণের জ্বালায় তুলি উচ্চ রব,
গাই প্রাণ খুলে করিয়া গৌরব,
আদর্শ রমণী, তুমি মা রাণী !

৬

কি সুন্দর হায় যৌবনে যখন,
আহা কি নিদ্রায় ছিলে মা মগন,
ভাঙাইল তব সে সুখ স্বপন,
দিল রাজ্যভার করিয়া রাণী !

৭

দেখি সত্য বুঝি নিদ্রার স্বপন,
কিম্বা গুরুভার বুঝি মা তখন,
ঝরেছিল অশ্রু বহি দু নয়ন,
করিয়া মোহিত নারী কি নরে !

৮

সেই দিন হতে লভিলে যে যশ,
ব্রিটিশ-কেশরী হয়ে তাতে বশ,
হাসিয়া ছড়া'ল অতুল সুযশ,
জগতে সকলে মোহিত ক'রে !

৯

ভারত-গৌরব কহিনুর মণি,
রণজিৎ মরিতে নিজে লঘু গণি,
চলিয়া শোভিল তোমায় নৃমণি,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি !

১০

সুপবিত্র ধর্ম্ম তোমার পরাণ,
কর্ম্মচারীগণ ছিল ধর্ম্মবান্,
গ্লাডষ্টোন আদি তাহার প্রমাণ,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১১

তব বীর্য্য আহা রবিকর সম,
পাষাণ পামরে সদা তাপে দম,
পায় দয়া-দৃষ্টি আশ্রিত অধম,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১২

অকলঙ্ক শৌর্য্য দেখিয়া তোমার,
নতদৃষ্টি দেখ ফ্রান্স রুসিয়ার,
মৈত্রীভাব দেখ আর সবাকার,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১৩

দুর্দ্দম আফ্রিকা বীরের আকর,
তব বীর্য্য বলে হইল কিঙ্কর,
নাই সে ক্রুগার! ক্রঞ্জি ও নফর!
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১৪

কাঙাল ভারত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত,
তব দয়া-বলে আজ মা জীবিত,
নহিলে তাহার কি দশা ঘটিত!
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১৫

সিপাহি বিদ্রোহে যা দয়া দেখালে,
যে অভয়বাণী ভারতে রটালে,
ভুলিবে ভারত কভু তা কি কালে?
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১৬

ধন্য মা তোমার সান্ত্বনা কৌশল!
পতি-পুত্র-হারা অভাগা সকল,
তোমারি কথায় পে'ত নব বল,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১৭

দয়া ক্ষমা আদি সদ্‌গুণ সকল,
প্রাধান্যের তরে হ'য়ে কুতূহল,
লয়েছিল স্থান তোমাতে সকল,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১৮

নিজ সুখ লাগি ছিলে না বিহ্বল,
কিসে হবে বল প্রজার মঙ্গল,
এই চিন্তা ছিল তোমার কেবল,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

১৯

করাল কালের কঠোর পীড়নে,
হ'তে না অধীর কর্ত্তব্য পালনে,
আদর্শ জীবন সংসার কাননে,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

২০

কি যে উপকার ভারত-মাতার,
ক'রেছ তুমি মা বলিব কি আর,
দেয় পরিচয় তব মহিমার,
ধন্য ভিক্টোরিয়া ধন্য মা তুমি!

২১

যে বলে ভারতে 'নাই মহারাণী,'
মূর্খ বলি তারে আমি মনে মানি।
ভারতে তাঁহার অমরতা জানি,
কৃতজ্ঞ ভারত ভুলিবে তাঁরে?

২২

পূজি নাকি তাঁরে বিবিধ প্রকারে ?
ভারত যে দিন ভুলিবে তাঁহারে,
'ভারত' এ নাম ঘুচিবে সংসারে,
সে দিন ভুলিলে কে দোষে তারে ?

২৩

বল্ উচ্চৈঃস্বরে 'রাণী ভিক্টোরিয়া'
এসেছেন হেথা ব্রিটন ছাড়িয়া,
করিতে বসতি শান্তি সুধা নিয়া,
ভারত-হিয়ায় দয়ার ভরে !

